তারিখ ..... ৫..... বুধবার ..... ৪... বছর
তারিখ ..... 1-0-NOV-2017 .....

সুনামগঞ্জ

আবদুল লতিফ মাসুম

ক্ষমতাদর্পী ছাত্র রাজনীতি এবং অবিবাহ প্রজন্ম

অরিত্র সত্য কথা কেউ বলতে চায় না। যে কাজে বিপদ আছে, সে কাজ কেউ করতে চায় না। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির বিষয়টি এমন সংবেদনশীল, এটি নিয়ে করার কথা বলা বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু এ বিপজ্জনক কাজটিই উপাংশ নিয়েছিলেন সাংগ্রামিক্তার ক্ষেত্রে খাতিমান সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। তার উপ্যোগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধেয়দের একটি বড় অংশের নীরব সমর্থন ছিল। সেই নীরব সমর্থনকে সরব করার জন্য আমার সামান্য চেষ্টা ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তরফ থেকে একটি সমর্থন সূচক বিবৃতি প্রদানের জন্য উপযোগী হই। কার্যক্ষেত্রে নেমে লক্ষ্য করি, বৈষ্ঠকি আলোচনায় যারা খুব শক্তভাবে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের কথা বলে আসছিলেন, তারা এখন আর বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে রাজি নন। এ উপলো দুটি বিষয়ে আমার ওপরমহলের কিছু ভরসার জন্য প্রস্তুতিতে ছিল। এরা ছাত্র রাজনীতির নামে প্রকৃতপক্ষে কখনও আলোচনা করেননি 'দুদের গৌরবজ্জ্বল ছাত্র রাজনীতির দিন শংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস কিছু ভরসার জন্য কল্পিত হচ্ছে। এরা ছাত্র রাজনীতির নামে প্রকৃতপক্ষে সংবদ্ধ অপরাধে সম্পৃক্ত। এনাকার একজন আধিকতা বিভাগের জন্য কখনও কখনও তাদের ক্ষমতা-শক্তির প্রকাশ্য ও নিমম প্রদর্শনের প্রয়োজন পড়ে। কিছু তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা নিজেদের স্বার্থে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এগুলো দেখে পারিবারিক পরীক্ষায় নকল করতে না দেয়ায় শিক্ষককে মারধর করা হয়েছে। অনেক ছাত্রাবাসে তারা প্রশাসন নিজের হাতে নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সিট ভাড়া দেন। বিশ্বাস করা বাইনী দেখিয়ে প্রশংসা ও বাড়তি কৃতিত্ব পেতে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সভা ও পোস্টারাঞ্জের অংশ নিতে বাধ্য করেন। এটি ভিন্নও ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুব ক্ষাঁস এবং ভিত্তি বাণিজ্যে ছাত্ররাজনীতির সম্পৃক্ততা একটি নিছক বিষয়।

উদাহরণ হয়ে আছে। যা হোক, কোনো সুনির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর নাম করে উচ্চ আদালত এসব কথা বলেননি। তাদের এ মহৎ দল-মত-নির্বিশেষে সব ছাত্র সংগঠনের সাধারণ চরিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে গোটা বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র অংগ যে অঙ্গরের অবস্থার সৃষ্টি করেছে, বিচারিক প্রতিবেদনে তার সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদপত্র পাঠে প্রতিদিন যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, তা যে কোনো নাগরিককে বিচলিত করে। দেশে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তারা একজন অভিভাবকদের অবস্থান তৈরি করেছে। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত নয়। তারা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান এবং কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে। একটি প্রত্যয় প্রশ্নের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান তৈরি করেছে। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত নয়। তারা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান এবং কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে। একটি প্রত্যয় প্রশ্নের শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। ছাত্ররাজনীতির ভয়ে অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সহকারী শিক্ষক পর্যন্ত সবাই ভীত। এমনকি 'ক্যাডার' বলতে যাদের বোঝানো হয়, তারা কিন্তু ছাত্রলীগের কর্মী নন। তারা ছাত্রলীগের নামে ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী বাহিনী। তাদের কাজ হচ্ছে বিরোধী দলের ছাত্রদের ওপর হামলা করা। দল ও দলের প্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। তাদের কিছুই করার নেই। তারা ছাত্রলীগের কর্মী নন। তারা ছাত্রলীগের নামে ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী বাহিনী। তাদের কাজ হচ্ছে বিরোধী দলের ছাত্রদের ওপর হামলা করা